রেওয়ারি গণধর্ষণে এক জওয়ান সহ ২ মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

চণ্ডীগড়, ২৩ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানার রেওয়ারিতে গণধর্ষণ কাণ্ডে প্রধান দুই অভিযুক্তকে রবিবার গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই দুই মূল অভিযুক্ত (সেনাবাহিনীর এক জওয়ান) পলাতক ছিল। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তের জন্য তৈরি হয়েছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট। গত সপ্তাহে সিট আশ্বাস দিয়েছিল, এই গণধর্ষণ কাণ্ডে প্রধান দুই অভিযুক্ত পঙ্কজ এবং মণীশকে ধরার জন্য সবরকম চেষ্টা চালানো হবে। উল্লেখ্য, গত রবিবারই পুলিশ ৩ অভিযুক্তের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করে। রেওয়ারির পুলিশ সুপার নাজনিন ভাট সিটেরও প্রধান। তিনি জানিয়েছিলেন, এই অপরাধ কাণ্ড বিভিন্ন দিক থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অধরা দুই অভিযুক্তের খোঁজেও সে সময় তল্লাশি চালানো হয়। এই দুই অধরার মধ্যে একজন ছিল সেনাবাহিনীর জওয়ান। প্রসঙ্গত, গত ১২ সেপ্টেম্বর কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার সময় হরিয়ানায় সিবিএসই-র টপার এক তরুণীকে ধর্ষণ করে তারা। এই ঘটনায় অন্য দুই অভিযুক্ত দীনদয়াল এবং সঞ্জীব কুমার। মহেন্দ্রগড় জেলায় নিজের জমিতে টিউবওয়েল রাখার জন্য একটি ঘর রয়েছে দীনদয়ালের। সেই ঘরেই ধর্ষণ কাণ্ড ঘটে। অন্যদিকে চিকিৎসক সঞ্জীব কুমারেরও এই ঘটনায় হাত আছে বলে ধারণা সিটের। কারণ ধর্ষণের ঘটনাটি জানার পরও তারা পুলিশকে না জানানোয় দু'জনেই রেওয়ারি ধর্ষণ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করছে পুলিশ। হরিয়ানা পুলিশ মূল অভিযুক্তের জন্য ১ লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল।

রাহুলের পুরো খানদানই চোর, কংগ্রেস সভাপতিকে পাল্টা আক্রমণ সীতারামনের

রাফাল চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস-বিজেপি লড়াই

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া অল্যাদঁ ভারতের সঙ্গে রাফাল চুক্তি নিয়ে যে বোমা ফাটিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস এবং শাসক বিজেপি পরস্পরকে আক্রমণে নেমেছে। এ নিয়ে সর্বশেষ ঘটনা হল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রবিবার ট্যুইট করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে তীব্র আক্রমণকে বলেন, চারপাশে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, রাহুল কী করে এ নিয়ে মুখ খুললেন, কারণ পুরো খানদানই তো চোর।

ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল চুক্তি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপিকে আক্রমণ করছেন রাহুল গান্ধি। তিনি এজন্য নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করেছেন। বিজেপিকে ঘায়েল করতে মোক্ষম অস্ত্র তাঁকে সম্প্রতি জুগিয়েছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া অল্যাদঁ নিজেই। কাজেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থেমে থাকেননি রাহুল। তিনি সাফ জানিয়েছেন, অনিল আম্বানির সংস্থার নাম করেছিল ভারত সরকারই অর্থাৎ ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন চোর। তিনি হয় বলুন যে, প্রাক্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি যা বলছেন তা সত্যি অর্থাৎ রাফাল চুক্তি হয়েছে এবং অনিল আম্বানিকে ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন, নাহলে বলুন ফরাসি রাষ্ট্রপতি যা বলছেন তা মিথ্যে। সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল বলেছেন, এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফরাসি রাষ্ট্রপতি চোর বললেন। এটা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের মর্যাদা ও সম্মানরক্ষারও ব্যাপার। রাহুলের এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে তো বটেই, সারা দেশেই রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলতে থাকেন, একসময় রাহুলের বাবা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে চোর অপবাদ শুনতে হয়েছিল। বিরোধীরা স্লোগান দিয়েছিলেন তাঁকে চোর বলে। এতদিনে রাহুল তা প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ট্যুইট করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।

নির্মলা বলেন, একথা শুনে এখন আর কেউ বিস্মিত হন না, কারণ চারপাশে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাহুল মোদীকে চোর বলায়। রাহুলের পুরো খানদানই তো চোর। নির্মলা আরও বলেন, রাহুল বহুবার অসত্য কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপিকে ঘিরে। নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যবহারের অযোগ্য ও কুৎসিত শব্দ। আসলে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাবি করেছেন, নরেন্দ্র মোদী সরকার কখনওই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তাই এখন যদি গুঞ্জন শোনা যায় রাহুলের পুরো খানদানই চোর তাতে কেউ বিস্মিত হবেন না। নরেন্দ্র মোদীকে আড়াল করার জন্য সীতারামন গান্ধি খানদানকে যতই চোর বলুন, ফরাসি রাষ্ট্রপতির মন্তব্য কংগ্রেসের হাতে বাড়তি অর্থ তুলে দিয়েছে। সরকারকে তীব্র আক্রমণের সুযোগ এসেছে তাদের সঙ্গে। তাই ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া অল্যাদেঁর মন্তব্য শোনার পরই কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইস্তফা দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ করে বলেছিলেন, দেশের চৌকিদারই চোর। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি কেন ফরাসি রাষ্ট্রপতির মন্তব্য নিয়ে নীরব, সেই প্রশ্নও ছুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি শনিবার জোর দিয়ে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী রাফাল চুক্তি নিয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করুন, কারণ এই চুক্তির সঙ্গে দুর্নীতি শব্দটি জড়িয়ে গেছে। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

অনিল আম্বানিকে রাফাল চুক্তিতে ৩০ হাজার টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ করে রাহুল বলেছেন, সরকারি সংস্থা হ্যাল-এর ৭০ বছরেরও বেশি সময়ের এই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অথচ হ্যালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নরেন্দ্র মোদী চুক্তিটি রিলায়েন্সকে দিয়ে দিলেন। এমনকি ফ্রান্সে যাওয়ার সময় অনিল আম্বানিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কেন আম্বানি প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কংগ্রেস সভাপতি।

শুধু প্রধানমন্ত্রী নয়, এমনকি অনিল আম্বানিকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, সারা জীবনে যিনি একটা যুদ্ধবিমানও বানাননি, সেই তাঁকেই কিনা নরেন্দ্র মোদী রাফাল চুক্তি পাইয়ে দিলেন। এজন্য তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ করেননি বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস সভাপতি।

সর্বসম্মতভাবে রাম মন্দির নির্মাণের চেষ্টা শুরু বিজেপিতে

লখনউ/নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : অযোধ্যায় ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে রাম মন্দির নির্মাণ শুরু হয়ে যাবে বলে অনেকেরই ধারণা। কিন্তু উত্তর প্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধান মহেন্দ্রনাথ পান্ডে শনিবার দাবি করেছেন, সর্বসম্মতভাবে রাম মন্দির নির্মাণের চেষ্টা চালাচ্ছে দল। তাঁর আরও দাবি, ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচন সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রশাসনিক দক্ষতার উপর নির্ভর করেই হবে। পান্ডে এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, রাম মন্দির মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার কেন্দ্র। আইন মেনেই এই মন্দির তৈরি হওয়া উচিত। অন্তত জনগণের কাছে তারা সেভাবেই মন্দির তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই বিজেপি চেষ্টা করছে সর্বসম্মতভাবে যাতে এই মন্দির নির্মাণ করা যায়।

পান্ডের মতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে অন্য দলগুলি। কারণ নির্বাচনের কিছুদিন আগেই উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতির মন্তব্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন, ভগবান রামচন্দ্র অযোধ্যায় জন্মেছেন বলে মানুষের বিশ্বাস। তাঁরা চান, অযোধ্যাতেই রাম মন্দির তৈরি হোক। মনে রাখতে হবে প্রত্যেক ভারতীয়ের অনুভূতি বিজেপিরও অনুভূতি। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) সম্পর্কে বলতে গিয়েও এদিন বিজেপি সভাপতি দাবি করেছেন, আইনের অপব্যবহার কোনওরকমভাবেই সহ্য করা হবে না। লখনউতে অবিজেপি দলগুলি জোট গড়ার যে চেষ্টা করছে এদিন তাকেও একহাত নিয়েছেন বিজেপি সভাপতি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি যে জোট গড়ার চেষ্টা করছে তা স্বাভাবিক নয় দাবি করে পান্ডে বলেছেন, মানুষ এই জোটকে মেনে নেবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করা ছাড়া বিরোধী দলগুলির সামনে আর কোনও ইস্যু নেই। কে তাদের নেতা, তা তারা নিজেরাও জানেন না। তাদের অ্যাজেন্ডা কী তাও জানেন না। বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করার পর পান্ডে দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে দেশের সম্মান সুরক্ষিত থাকবে। এজন্য মোদীর হাত শক্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতির এই মন্তব্যের পর রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে যে অবিশ্বাস চলছে, তা বোধহয় বন্ধ হতে চলেছে কারণ নির্বাচনে রাম মন্দির ইস্যু হবে না বলেই দাবি করেছেন তিনি।

জয়েন্ট ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন
(গোয়া রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সমূহের জন্য)
সপ্তম ও নবম তল, উদ্যোগ মিনার, এইচএসআইআইডিসি অফিস কমপ্লেক্স, উদ্যোগ বিহার,
ফেজ-৫, গুরগাঁও (হরিয়ানা), ফোন: ০১২৪-২৩৪৩৩০৩, ফ্যাক্স: ০১২৪-২৩৪২৮৫৩
Email: secretaryjerc@gmail.com, Website: www.jercuts.gov.in

জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ফের জনস্বার্থে জ্ঞাত করা হচ্ছে ০৫.০৯.২০১৮ তারিখে জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে গোয়া রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের জন্য ইলেক্ট্রিসিটি অ্যাক্ট, ২০০৩-এর শর্তাবলী অনুসারে জেইআরসি (ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোড) রেগুলেশনস, ২০১৮-এর রেগুলেশনের খসড়ার জন্য জনসাধারণ/স্টেকহোল্ডার/গ্রাহকগণ/গ্রাহকগণের সংগঠনগুলির কাছ থেকে পরামর্শ/মন্তব্য/অভিযোগ কমিশন আহ্বান করেছিল।
ওই খসড়া রেগুলেশন কমিশনের ওয়েবসাইট: www.jercuts.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে এবং তা ডাউনলোড করা যাবে।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে খসড়া রেগুলেশনের উপর পরামর্শদান/মন্তব্যর আহ্বান করা হচ্ছে। যা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিবেচনার জন্য ডাক অথবা ই-মেল অথবা ব্যক্তিগত হাজিরার মাধ্যমে পাঠানো যাবে।
কমিশন উপরিলিখিত বিষয়ের উপর নিম্নপ্রদত্ত নির্ঘণ্ট অনুসারে জনশুনানি করবে:-

তারিখ/দিবস/বর্ষ	সময়	স্থান
২৮ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) ২০১৮	বেলা ১১.০০টা থেকে	কনফারেন্স হল ২য় তল, সিবিআইপি বিল্ডিং, মালচা মার্গ, নয়াদিল্লি-১১০০২১

স্বা/- (রাকেশ কুমার) সেক্রেটারি

পাকস্থলীর ক্যান্সার ও হাইড চিকিৎসা

ডাঃ অশোক কুমার প্রধান

এম. ডি. (হোম), বি.এইচ.এম.এস., ডি.এম.এস

সভাপতি, ইনস্টিটিউট অফ হাইড রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন

মেয়েরা স্তনের ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশি ভোগেন। ছেলেদের এই ক্যান্সার খুবই কম। তবে সুখবর হল এই ক্যান্সারে মৃত্যুর হার অনেকটা কমেছে তার কারণ বোধহয় সচেতনতা। প্রাথমিক অবস্থার বহু আগেই এই রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার অভূতপূর্ব উন্নতি। পরিণত বয়স হওয়ার পরই এই ক্যান্সার হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৩৫ বছর বয়সের পরই এই ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে ও উত্তর আমেরিকায় পঁচিশ জনের মধ্যে একজন মহিলা স্তন ক্যান্সারে মারা যান। হৃদ্‌রোগের কারণে মৃত্যুর পর স্তন ক্যান্সারই মহিলাদের মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ যা ৩৫ থেকে ৫৪-র মধ্যে বেশি দেখা যায়।

কারণ ঃ স্তনের ক্যান্সারের কারণ এখনও অজানা তবে ইস্ট্রোজেন এই ক্যান্সারের জন্য দায়ী। কিছু আনুষঙ্গিক কারণও পরিষ্কার। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে মেয়েরা এই ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হতে পারেন—

*বংশগত প্রবণতা (স্তনের ক্যান্সার)

*দীর্ঘ মাসিক, মাসিক শুরু খুব আগে এবং ঋতুবন্ধের পরে।

* ৩৫ বছরের পর প্রথম বাচ্চা।

*একদিকের স্তনে আগে ক্যান্সার হয়েছিল।

* এনড্রোমেট্রিয়াম বা ওভারিতে ক্যান্সার হয়েছে।

* মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত শ্বেতাঙ্গ স্ত্রীলোক।

* বাড়ি বা কর্মস্থলে ধারবাহিক মনের ওপর চাপ।

তাছাড়া বিকিরণ, চুল রং করা, রঞ্জক, ইস্ট্রোজেন চিকিৎসা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ প্রয়োগ, বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস এবং স্তনের ফাইব্রোসিসটিক রোগসমূহ এই রোগের জন্য দায়ী। যারা ইস্ট্রোজেন ব্যবহার করেন তা হরমোন প্রতিস্থাপক হিসেবে হোক বা কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট এবং যাদের বংশগত এই রোগের ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্যান্সার প্রবণতা বেশি। যারা প্রচুর পরিমাণে চর্বিঘটিত খাবার খান তাদের ক্যান্সার প্রবণতা বেশি। আবার যাদের কুড়ি বছরের আগে বাচ্চা হয়েছে, অনেক বাচ্চার মা, ভারতীয় বা এশিয়া মহাদেশের স্ত্রীলোক এবং আর্থিক ও সামাজিক সীমার নীচে অবস্থান করেন তাদের স্তনের ক্যান্সার প্রবণতা খুবই কম। যাদের প্রথম সন্তান ত্রিশ বছরের পর হয় তাদের ওই ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা থাকে। আবার যারা সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ান তাদের ক্যান্সার প্রবণতা কম। দেখা গেছে বাম স্তনে বিশেষ করে উপরে বাইরের দিকে এই ক্যান্সার বেশি হয়। রোগ বাড়ার গতির তারতম্যও হয়। ধীর গতিসম্পন্ন ক্যান্সার এক সেন্টিমিটার আকার নিতে প্রায় আট বছর সময় নিতে পারে। লসিকাগ্রন্থি প্রণালী ও রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে প্রথমে ডানদিকের হৃৎপিণ্ড এবং পরে ফুসফুস, যকৃত, কিডনি, মস্তিষ্ক, হাড় এবং এড্রিনাল গ্রন্থিতে পৌঁছায়। এইসব রোগীরা সাধারণত: রোগ ছড়ানোর পর মারা যান।

স্তনের ক্যান্সারের অবস্থান এবং কলাস্থান অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

*এডেনোকারসিনোমা-যখন এপিথেলিয়াম বা উপরের কলা থেকে উৎপন্ন হয়।

* ইন্ট্রাডাকট্যাল-ডাক্ট বা নালী থেকে যখন তৈরী হয়।

* মেডুলারি বা সারকামস্ক্রাইবড-বড় টিউমার যার বাড়ার প্রবণতা খুব বেশি।

* প্যাগেট রোগ-স্তনের মুখে ঘা ও রক্তপাত।

* প্রদাহযুক্ত (খুবই কম) টিউমার খুব দ্রুত বাড়ে যার ফলে স্তনের চামড়া ফুলে যায়, প্রদাহ হয় এবং ব্যথা অনুভূত হয়। তবে এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে টি.এন.এম (টিউমার নোড মেটাস্টেসিস) শ্রেণীবিভাগ মিশ্রিত করলে রোগ কি অবস্থানে জানা যায়।

লক্ষণ ঃ স্তনের ক্যান্সারের সন্দেহজনক উপসর্গ হল—

* একটি শক্ত (যা প্রায় পাথরের মতই) উঁচু অংশ বা ঘায়ের অনুভূতি সম্পন্ন এবং বেদনাহীন।

*স্তনের আকার বা সমতার পার্থক্য।

* স্তনের চামড়ায় পরিবর্তন যেমন পুরু ফোলা চামড়া, রংয়ের পরিবর্তন বা ঘা।

* স্তনের চামড়ায় তাপমাত্রার পরিবর্তন (গরম বা গোলীপ স্থান বিশেষ করে যেসব স্ত্রীলোকের বয়স ৪৫ বছরের ওপর)।

*যেসব মায়েরা শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করান না বা বয়স্ক মহিলার স্তন থেকে অস্বাভাবিক রস পড়ে যা সবুজ, কালো, সাদা, ক্রিম, জল বা রক্তের মতো হয়। যদি শিশু কোন একটি স্তন পান করতে না চায় তবে তা সন্দেহের কারণ হতে পারে।

*স্তনের মুখ চুলকানো, জ্বালাভাব বা ঘা।

* স্তনে যন্ত্রণা(যখন রোগ বহুদূর অগ্রসর হয়েছে) বা বগলের নীচে সবসময় যন্ত্রণা।

* হাড় ভাঙা বা রক্তে বেশি ক্যালসিয়াম (যখন রোগ হাড়ে বাসা বাঁধে)

নির্ণয় ঃ এই রোগ নির্ণয়ের প্রধান চাবিকাঠি হল প্রতিনিয়ত স্তন পরীক্ষা বিশেষ করে নিজ স্তন যা প্রতি মহিলার করা উচিত এবং কিছু অসঙ্গতি দেখলে তার পরীক্ষা কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে করানো। অন্যান্য নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা হল 'থারমোগ্রাম' (যা ক্যান্সারে উৎপন্ন হওয়া তাপমাত্রা নির্দেশ করে) মেমোগ্রাফি, জেরোমেমোগ্রাফি, আলট্রাসনোগ্রাফি (যা এক বিশেষ ধরনের এক্স-রে এবং কোন অস্বাভাবিকতা সূচিত করে) এবং বায়োপসি।

হাড় স্ক্যান, কারসিনোজেনিক এমব্রায়োনিক এনটিজেন টেস্ট, যকৃতের কার্যকারিতা পরীক্ষাও জরুরি। হরমোন রিসেপশন পরীক্ষা দ্বারা এই টিউমার ইস্ট্রোজেন, বা প্রোজেস্টেরন নির্ভর কিনা বোঝা যায়। কখনও গ্যালাকটোগ্রাফি ইন্‌জেকশন দ্বারা অস্বাভাবিক স্তন নিঃসরণ রোগীর ইনট্রাডাকটাল প্যাপিলোমা নির্দেশ করে।

চিকিৎসা ঃ স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে চিকিৎসার জন্য রোগের অবস্থা, রোগীনির বয়স, ঋতুবন্ধের সময় এবং শল্যচিকিৎসায় কতটা সৌন্দর্য নষ্ট হবে তা বিবেচনা করা জরুরী।

শল্য চিকিৎসা ঃ ছোট টিউমার থাকলে এবং রোগ না ছড়ালে লাম্পেকটমি (টিউমার বাদ) করা হয়, কিন্তু স্তন বাদ দেওয়া হয় না। মডিফায়েড রেডিক্যাল ম্যাসটেকটমিতে আক্রান্ত স্তন ও বগলের আক্রান্ত লসিকাগ্রন্থি কেটে বাদ দেওয়া হয়। রেডিক্যাল মেসটেকটমি দ্বারা আক্রান্ত স্তন, পেকটোরেলিস মেজর ও মাইনর এবং বগলের লসিকাগ্রন্থি বাদ দেওয়া হয়। তাছাড়া হরমোন উৎপাদন পরিবর্তন ঘটাতে উফোরেকটমি, অ্যাড্রিনোলেকটমি এবং হাইপোফিজেকটমি করা প্রয়োজন হতে পারে। যদি রোগ বেশি দূর না ছড়ায় এবং রোগী চায় তবে স্তন কৃত্রিমভাবে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

ওষুধ ঃ ওষুধ প্রাথমিকভাবে বা অন্যান্য সব চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রধান ওষুধগুলি হল সাইক্লোফসফামাইড, ৫-ফ্লোরোউরাসিল, মেথোট্রেক্সেট, ডক্সোরুবিসিন, ভিনক্রিসটিন এবং প্রেডনিসোন। তবে প্রচলিত মিশ্রণ হল সাইক্লোফসফামাইড, মেথাট্রেক্সেট এবং ৫-ফ্লোরোউরাসিল (সি.এম.এফ.)। এই মিশ্রণ প্রয়োগ দ্বারা যাঁরা খুবই ক্যান্সার প্রবণ তাঁদেরও ক্যান্সার পুনরাবর্তন অবিস্মরণীয়ভাবে কমানো সম্ভব। পার্শ্ববর্তী প্রতিক্রিয়াও অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া টেমোক্সিফেন যা ডিএনএ তৈরি প্রতিহত করে, প্রধানত ঋতুবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ের স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইস্ট্রোজেন, ইসট্রোজেন-রিসেপটর ধনাত্মক টিউমারের ক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ করে।

বিকিরণ ঃ স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থায় যখন ক্যান্সার আর কোথাও ছড়ায় নি এবং ছোট থাকে বিকিরণ পদ্ধতি যখন ফলপ্রসূ হয়।

স্তন ক্যান্সারে হোমিওপ্যাথিক ওষুধসমূহ ঃ

এস্টেরিয়াস রুবেন্স ঃ বামস্তনের ক্যান্সারে খুব ভাল কাজ করে। বামস্তন ও বামবাহুর স্নায়ুশূল। বামদিকের স্তন মনে হয় যেন ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এবং প্রসব যন্ত্রণা বাহুর ভিতরের অংশ থেকে হাতের কনিষ্ঠ আঙুল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। স্তনের ক্ষতযুক্ত অবস্থাতেও তীব্র, ছুরি মারার মতো বেদনা। বগলের গ্রন্থিগুলি স্ফীত, শক্ত এবং গুটিযুক্ত।

বামস্তনের ক্যান্সারে, স্তনবৃন্তের চারদিকে, স্তনবৃন্তের ভিতরের দিকে ঢুকে যায়, চামড়া স্তনের সাথে লেগে থাকে, মসৃণ। ঘা-এর চারদিক লাল হয়ে থাকে, স্রাব-দুর্গন্ধযুক্ত, হলদে, বামদিকের বগলের গ্রন্থিগুলি স্ফীত, শক্ত, রাত্রে অসহ্য বেদনা। বামস্তনের ক্যান্সারে ক্ষত থাকলে, স্তনবৃন্তের চারদিকের পেশীগুলি স্ফীত হয়ে যায়। স্তনবৃন্ত ভিতরের দিকে ঢুকে যায়, আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা। স্তনের বামদিকের ও বামহস্তের স্নায়ুশূল বেদনা। স্টার্নাম অস্থির নীচে ও হৃৎপিণ্ডের স্থানের পেশীতে বেদনা। বাম হস্ত বোধ হয় যেন ভিতর দিকে টানিয়া খেঁচিয়া রহিয়াছে। বাম হস্ত ও অঙ্গুলি অসাড়। স্তনের ক্যান্সার ও ক্ষত, তাতে তীক্ষ্ণ বেদনা, যন্ত্রণা।

বৃদ্ধি- কফি পানে, রাত্রে বামদিকে শুলে।

আর্সেনিকাম আয়োডেটাম ঃ স্তনের ক্যান্সার, ক্ষত উৎপন্ন শুরু করার পরে, পুনঃপুনঃ জ্বর এবং ঘাম, প্রচণ্ড দুর্বলতা, দ্রুত ও উত্তেজিত নাড়ী, শীর্ণতা, রাত্রিকালীন ঘাম, ক্ষয়রোগের ইতিহাস থাকলে খুব ভাল কাজ করে। স্তনের ক্ষত থেকে স্রাব শুরু হয়ে যে স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তা হেজে যায়, স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত। ক্ষতস্থান সর্বদা লালবর্ণ যুক্ত, দগদগে ও স্ফীত, ঐ অংশ চুলকায় ও জ্বালা করে। বাম বগলের টিউমার, টিউমারে খুব যন্ত্রণা ও অনুভূতিপ্রবণ সাথে বাম স্তন স্ফীত, ব্যথা, স্তনবৃন্ত ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। স্তনের ফোঁড়া, স্তনের টিউমার, ক্ষতযুক্ত স্তনবৃন্ত-তাহাতে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, সবিরাম জ্বর। **বৃদ্ধি-** জলীয় বর্ষা বায়ুতে, ভিজাস্থানে।

ব্রোমিয়াম ঃ স্তন ক্যান্সারে স্তনদ্বয় উত্তপ্ত এবং বেদনাদায়ক, শক্ত, স্তনগ্রন্থির ফোড়া। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় স্তনে বেদনা, ঋতুস্রাব দেখা দেবার পরে বারে বারে নাক থেকে রক্তস্রাব। সূঁচ ফোটার মতো বেদনা যে কোনও প্রকার নড়াচড়ায় খুব বেশী রকমের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ডানদিকের স্তন ক্যান্সারে ভাল কাজ হয়। অসমান টিউমার, তীব্র বেদনা, চাপ দিলে ও রাত্রে বাড়ে। ডানদিকের স্তন ক্যান্সারে অসমান টিউমারে ও বামদিকের স্তনের শক্ত টিউমার বাদ দেওয়ার পর তীব্র বেদনায় রাত্রে ও চাপ দিলে বাড়ে। স্তন ক্যান্সারে টিউমার পাথরের মতো শক্ত হলে।

নিষিদ্ধ- ব্রোমিয়াম চলাকালীন দুগ্ধপান করা।

বৃদ্ধি-গরম ঘরে, সন্ধ্যা ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা। **উপশম**-নড়াচড়ায়, পরিশ্রমে, সমুদ্রের ধারে।

ব্রায়োনিয়া ঃ স্তন ক্যান্সারে তীব্র সূঁচ ফোঁটানোর মতো, ফেটে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা, স্তনে ভারীবোধ, ক্ষতযুক্ত যন্ত্রণা, পিছনের দিকে চলে যায়। সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, স্তনের লিম্ফ্ গ্রন্থিগুলির স্ফীতি, প্রদাহ হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখার প্রবণতা। স্তন ক্যান্সারে সূঁচ ফোঁটার মতো, ছিঁড়ে ফেলার মতো যন্ত্রণা। সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহ শুষ্ক স্তনগ্রন্থির ফোঁড়া, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় স্তনে বেদনা। স্তনদ্বয় উত্তপ্ত, বেদনাদায়ক ও শক্ত, প্রচণ্ড পিপাসা। **বৃদ্ধি-** নড়াচড়ায়, উত্তাপে, উষ্ণ আহারে, আহারের পর। **উপশম**-শয়নে, আক্রান্তস্থানে চাপ দিলে, বিশ্রামে, ঠাণ্ডা দ্রব্য পান-ভোজনে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ঃ স্তন ক্যান্সারে স্তন দ্বয়ে স্পর্শ-কাতরতা ও স্ফীতি, অল্পেই ঠান্ডা লাগিবার প্রবণতা, গণ্ডমালা ধাতুদোষগ্রস্ত, সর্বাঙ্গীন ঘর্মস্রাবের বৃদ্ধি, হজম হয় না এই জাতীয় বস্তুর প্রতি স্পৃহা, ডিম, লবণ ও মিষ্টির প্রতি স্পৃহা। প্রদর স্রাব দুধের মতো। **বৃদ্ধি**-ঠান্ডা জলবায়ুতে, পূর্ণিমায়, দুগ্ধপানে। **উপশম**-শুষ্ক বায়ুতে, অন্ধকারে, আক্রান্তপাশে শয়ন।

কন্ডুরাঙ্গো ঃ সমস্ত স্তন জুড়ে ক্যান্সারে বগলের গ্ল্যান্ডসমূহ স্ফীত, টিউমার শক্ত, যন্ত্রণাদায়ক, নড়াচড়া করে না। তীব্র যন্ত্রণা, স্তনবৃন্ত ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। আক্রান্ত চামড়া বেগুনী হয়ে যায়। কুঁচকে যায়। ক্ষতযুক্ত, দুর্গন্ধ ও চট্‌চটে স্রাব। যে কোনও দিকের স্তনের টিউমার হলে স্তনবৃন্ত এমনভাবে ভিতরে ঢুকে যায় দেখা যায় না। যে সমস্ত মহিলাদের মুখের ধারে ঘা, টেনে ধরার মতো পেটে যন্ত্রণা তাদের স্তনের ক্যান্সারে নিম্নক্রমশক্তি প্রযোজ্য।

কোনিয়াম ঃ স্তনের বোঁটায় সূঁচ ফোঁটার মতো বেদনা। স্তনগ্রন্থি শিথিল ও সঙ্কুচিত, শক্ত, স্পর্শ করলে বেদনা হয়। হাত দিয়ে খুব শক্ত করে স্তনগ্রন্থি চেপে রাখতে ইচ্ছে করে। স্তনদ্বয়ের বৃদ্ধি ও বেদনাদায়ক হয়, মাসিক ঋতুস্রাবের আগে ও ঋতুস্রাবের সময়ে। বগলের গ্রন্থির বেদনা তৎসহ নীচের দিকে বহু পর্যন্ত অসাড়তা, আঘাত লাগার পরে কঠিনতা। বিছানায় শুয়ে থাকলে অথবা শোয়া অবস্থায় পাশ ফিরলে মাথাঘোরা, যখন মাথা এদিক ওদিক ঘোরায় অথবা চোখ ফেরাবার সময়ে মাথাঘোরা। অবিবাহিত জীবনে মহিলাদের বেশি হয়। উপশম নড়াচড়ায় ও চাপে। আঘাতজনিত কারণে কিংবা অন্য কোনও কারণবশতঃ টিউমার ও কোনওপ্রকার স্ফীতি যদি পাথরের মতো শক্ত হয় ও সূঁচ ফোটার মতো ব্যথা, ডানদিকের স্তনের টিউমারে বা ফোলায় কোনিয়াম অধিক কার্যকরী। প্রতিবার রজঃস্রাবকালে যদি স্তন টাটায়, স্তনে বেদনা ও স্তন বড় হয়। বৃদ্ধি-রাত্রিতে, শয়নে, পার্শ্বপরিবর্তনে, উঠিয়া বসিলে, ঋতুস্রাবের পূর্বে ও সময়ে। উপশম- চাপ দিলে।

সাইলেসিয়া ঃ স্তন ক্যান্সারে সর্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল হয়ে ওঠে। স্তনের বোঁটায় অতি জ্বালাপোড়া, সহজে ক্ষত জন্মে, স্তনের বোঁটা ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। স্তনে নালীঘা। শিশুকে স্তন্যদান করলে যোনি হতে রক্তস্রাব। স্তনের উপর কঠিন মাংসপিণ্ড। কানের পুঁজ, পায়ের ঘাম অথবা নালীঘা পা দেওয়ার কুফলে স্তন টিউমার বিশেষত বাম দিকে। বাম স্তনের ক্যান্সারে রোগীর অনুভূতি হয় আঙুলের অগ্রভাগ কাগজের মতো স্তনবৃন্তে ফানেলের মতো ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। স্রাব হলদে ও দুর্গন্ধযুক্ত। বৃদ্ধি-ঠাণ্ডায়, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায়। উপশম- বিশ্রামে, উষ্ণ পানে ও গরমে।

ল্যাকেসিস ঃ বামদিকের স্তন ক্যান্সারে, বাম কাঁধ হইতে যন্ত্রণা বাম বাহু পর্যন্ত বিস্তৃত। স্তনগ্রন্থি প্রদাহিত নীলবর্ণ। স্রাব শুরু হওয়া মাত্র সকল বেদনার উপশম। ঘুমিয়ে থাকলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি। রজোনিবৃত্তির কালে প্রচণ্ড বাচালতা, কামপ্রবণ মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জামাকাপড় শক্ত করে বাঁধতে পারে না।

বৃদ্ধি -মাসিক আরম্ভ হইবার আগে, রৌদ্রে, গরমে। উপশম-স্রাব শুরু হইলে, বাহ্য উত্তাপে, খোলা বায়ুতে।

ব্যারাইটা আয়োড ঃ স্তন ক্যান্সারে স্তন গ্রন্থির কঠিনতা তৎসহ ঘাড়ের গ্রন্থিসমূহের অর্বুদের মতো স্ফীতি ও শরীরের খর্বতা।

গ্রাফাইটিস ঃ স্তন গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন, স্তনের বোঁটায় ক্ষত, ফাটাফাটা ও ফোস্কাযুক্ত, সঙ্গমে বিরক্তি, মোটা থলথলে ফর্সা শীতকাতুরে মহিলাদের ক্ষেত্রে কোষ্ঠবদ্ধতার প্রবণতা। প্রচুর সাদাবর্ণের, হাজাকর, ফ্যাকাশে, প্রদর স্রাব তৎসহ দুর্বলতা। মাসিক ঋতুস্রাব অবরুদ্ধের ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ উপসর্গ সমূহের চর্মের উপর প্রকাশিত হওয়া ও বারে বারে ইরিসিপেলাস হবার প্রবণতা, গানবাজনা শুনলে কান্না পায়। বৃদ্ধি-রাত্রিতে, ঋতুকালে, ঋতুর পর, উত্তাপ স্নানে। উপশম-বিশ্রামে, আহারান্তে উষ্ণ দুগ্ধ পানে এই রোগের সাময়িক উপশম হতে পারে।

যোগাযোগ ঃ—

৪৮৭, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৭০০০০৫,
ফোন ঃ (০৩৩) ২৫৫৪-১৭২৯
Email:hydtindia487@gmail.com,
Website : www.hydtindia.org